যীশুর পরীক্ষা ১

(Temptation of Jesus-Part I)

লূক লিখিত সুসমাচার ৪ অধ্যায় ১-১৩ পদ

ইব্রীয় ২:১৭-১৮ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"অতএব সর্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের তুল্য হওয়া তাঁর উচিৎ ছিল, যেন তিনি প্রজাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশে কার্যে দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হন। কেননা তিনি আপনি পরীক্ষিত হইয়া দুঃখভোগ করেছেন বলে পরীক্ষিতদের সাহায্য করতে পারেন।"*** প্রকৃত মানুষ হওয়ার কারণে, যীশু তাঁর পার্থিব জীবনে আর পাঁচজন মানুষের ন্যায় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাঁর শৈশব থেকে পার্থিব জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি সেই সমস্ত পরীক্ষার মোকাবিলা করেছিলেন, যা একজন মানুষ তার জীবনে মুখোমুখি হয়ে থাকে। অবশ্য প্রাথমিক পাপের ফলস্বরূপ, যে সমস্ত আভ্যন্তরীন প্রলোভন আমরা উপলব্ধি করে থাকি, সেগুলি তাঁর জীবনে ছিল না, কারণ তিনি নিষ্পাপ নিঃষ্কলঙ্ক ছিলেন। অর্থাৎ, তিনি কেবল বাহ্যিক প্রলোভনের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এখন পাপ করার প্রলোভনের মধ্যে যে শক্তি কাজ করে, তার পরিমাণ সঠিকভাবে সে-ই উপলব্ধি করতে পারে যে নিষ্পাপ, তাই যীশু তাঁর পার্থিব জীবনে যে পরিমাণে পরীক্ষার মোকাবিলা করেছিলেন, তা কোনও মানুষ করতে পারে না। আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে, যীশু কেবল প্রান্তরে এই ৪০ দিনের সময় যে পরীক্ষিত হয়েছিলেন, তা নয়। ইব্রীয় ৪:১৫ পদানুসারে, তিনি ***"সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হয়েছেন, বিনা পাপে।"*** তাই, তিনি শিশু হিসাবে, যুবক হিসাবে বা পরিপক্ক মানুষ হিসাবে অন্য সমস্ত সাধারণ মানুষের ন্যায় পরীক্ষিত হয়েছিলেন, কেবল তিনি কোনও আভ্যন্তরীন প্রলোভন উপলব্ধি করেননি। তাঁর সন্তানরা যে সমস্ত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে, যীশুও সেই সমস্ত পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি বা তাদের বশ্যতা স্বীকার করেননি। এর দ্বারা তাঁর সন্তান আমরা এই আশান্বিত হই যে, যখন আমরাও বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হই, তখন আমরা যীশুতে আস্থা রাখতে পারি, কিংবা তিনি যেভাবে পরীক্ষার উপর জয়ী হয়েছিলেন, আমরাও সেই পথ অনুসরণ করে পরীক্ষার উপর জয়লাভ করতে পারি।

প্রথম আদমও পাপ করার পূর্বে ভালো ও মন্দের মধ্যে পছন্দ করার সুযোগ পেয়েছিল। তথাপি সে পাপে পতিত হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় আদম হিসাবে যীশু যখন তাঁতে নতুন মানুষের প্রধান হয়ে এসেছিলেন, তখন তিনি অন্ধকারের সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। তাঁর যে সামগ্রিক পার্থিব জীবন ছিল সেই পাপের সঙ্গে সংগ্রামের জীবন, সেই সংগ্রামের একটি নিদর্শন হিসাবে প্রান্তরে ৪০ দিনের এই পরীক্ষার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

তথাপি, প্রান্তরে যীশুর এই পরীক্ষা এক অর্থে বিশেষত্বের অধিকারী। কারণ এই পরীক্ষাগুলি মানুষ হিসাবে যীশুকে নয়, কিন্তু মশীহ হিসাবে যীশুর পরীক্ষার্থে সাধিত হয়েছিল। এর প্রমাণ আমরা পাই, যখন আমরা দেখি যে, তাঁর বাপ্তিস্মের ঠিক পরে এই পরীক্ষা সাধিত হয়েছিল। এর আগে আমরা তাঁর বাপ্তিস্মের কথা আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে, বাপ্তিস্ম গ্রহণের দ্বারা যীশু মশীহ হিসাবে তাঁর পৃথিবীতে আগমনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন, এবং পিতা ঈশ্বর স্বর্গীয় বাণীর ***("তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত")*** মাধ্যমে তাঁর সেই সিদ্ধান্ত ও কাজকে সমর্থন করেছেন ও পবিত্র আত্মা দানের মাধ্যমে সেই কাজ সম্পন্ন করতে তাঁকে উপযুক্ত করেছেন।

আজ আমরা যীশুর এই ৩টি পরীক্ষা সম্বন্ধে যখন শিখব, তখন খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের জীবনে এর বাস্তব প্রয়োগের দিকে আমরা বেশি করে জোর দেব।

ক) প্রথম পরীক্ষা (৪:১-৪ পদ): মানুষ যীশু জ্ঞানে ও বয়সে, ঈশ্বরের ও মানুষের কাছে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেয়েছেন (২:৫২), এবং বাপ্তিস্মের সময় পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছেন। ৪:১-২ পদে বলা হয়েছে, ***"যীশু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে জর্দন থেকে ফিরে***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আসলেন, এবং ৪০ দিন পর্যন্ত সেই আত্মার আবেশে প্রান্তর মধ্যে চালিত হলেন। আর দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হলেন। সেই সকল দিন তিনি কিছুই আহার করেননি, পরে সেই সকল দিন শেষ হলে তিনি ক্ষুধিত হলেন।'' বাপ্তিস্মের সময় যে পবিত্র আত্মায় যীশু পূর্ণ হয়েছেন, সেই পবিত্র আত্মার পরিচালনায়ই তিনি দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হতে পারিচালিত হলেন। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বরের পরিচালনা সর্বদা সমস্ত পরীক্ষা-প্রলোভনবিহীন নিরাপদ পরিবেশের গ্যারান্টি দেয় না। যীশুর ন্যায় খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদেরও পবিত্র আত্মা এমন পরিবেশ বা পরিস্থিতির মুখোমুখি করতে পারেন, যার দ্বারা তিনি আমাদের বিশ্বাসে দৃঢ় হবার সুযোগ দিয়ে থাকেন। খনিজ পদার্থকে একাধিকবার গলানোর দ্বারা যেমন পরিষ্কৃত করা হয়ে থাকে (গীত ১২:৬), ঈশ্বরও বিশ্বাসী আমাদের জীবনে বিভিন্ন পরীক্ষাকে অনুমতি দিয়ে থাকেন, যার দ্বারা তিনি আমাদের চরিত্র ও ঈশ্বর-বিশ্বাসকে পরিষ্কৃত করে থাকেন। এর দ্বারা আমরা পৃথিবীতে আরও সক্রিয়ভাবে খ্রীস্টের জন্য জীবন যাপনে উপযুক্ত হয়ে উঠি। এই কারণে আমরা যখন বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হই, তখন সবার আগে আমাদের যে বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে, তা হল, আমরা আমাদের পাপ কিংবা অজ্ঞান পছন্দের দ্বারা সেই প্রতিকূল পরিবেশ বা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছি কি না। এখন, আমরা যদি নিশ্চিত হই যে, সেই পরিবেশ বা পরিস্থিতির জন্য স্বীকার করার মতো কোনও পাপ আমাদের নেই, তাহলে আমাদের উচিৎ সেই পরীক্ষা মোকাবিলা করার জন্য ঈশ্বরের শক্তি ভিক্ষা করা। ১করিন্থীয় ১০:১৩ পদে পৌল বলেছে, *"মানুষ যা সহ্য করতে পারে, তা ছাড়া অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটেনি; আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য; তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটতে দেবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করে দেবেন, যেন তোমরা সহ্য করতে পার।''* তাই যাকোব ১:১২ পদে যাকোব লিখেছে, *"ধন্য সেই ব্যক্তি, যে পরীক্ষা সহ্য করে; কারণ পরীক্ষাসিদ্ধ হলে পর সে জীবনমুকুট প্রাপ্ত হবে।''*

এখানে যে দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হবার কথা বলা হয়েছে, গ্রিক (দিয়াবল) বা হিব্রু (শয়তান) ভাষায় তার অর্থ ''অভিযোগকারী'' *(accuser)* (প্রকাশিত বাক্য ১২:৯)। এদন উদ্যানে যে দিয়াবল আদম ও হবাকে প্রলুব্ধ করেছিল, সে-ই প্রান্তরে যীশুর পরীক্ষার্থে অবতীর্ণ হয়েছিল। বাইবেলের শিক্ষানুসারে, দিয়াবল বা শয়তান কোনও প্রতীক বা ধারণা নয়, কিন্তু সত্য বাস্তব অস্তিত্বের অধিকারী। ঈশ্বর যে সমস্ত স্বর্গদূত সৃষ্টি করেছিলেন, তাদেরই একটি অংশ পাপে পতিত হয়ে শয়তান (পতিত দূতদের প্রধান) ও তার সঙ্গীসমূহে পরিণত হয়েছে (যিশাইয় ১৪:১২-১৫)। সে ও তার সঙ্গীরা সর্বদা ঈশ্বরের কাজে বাধা দিয়ে চলেছে; এবং যারা ঈশ্বরের বাধ্য, তাদের বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছে। শয়তান দূতদের ন্যায় আত্মিক অস্তিত্ব এবং তারা সর্বত্র বিরাজমানও নয়, সর্বশক্তিমানও নয়। তার সঙ্গী অন্য মন্দ আত্মাদের সাহায্যে সে সর্বত্র কাজ করে চলেছে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর সন্তানদের কেঁড়ে নিয়ে নিজের দাসত্বের অধীন করতে সর্বদা চেষ্টা করে চলেছে।

৪০ দিন যাবৎ কিছু না খাওয়ায়, যীশু যখন খুধার্ত, যীশুর পরীক্ষার জন্য শয়তান এই সময়টিকেই বেছে নিয়েছে। যীশুর বাপ্তিস্মের সময় শয়তানও সেখানে উপস্থিত ছিল, এবং সে শুনেছে পিতা ঈশ্বর যীশুর প্রতি কী বলেছেন (***তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত***)। পুত্রের প্রতি পিতার এই উক্তি সম্বন্ধে পুত্রের মনে সন্দেহ তৈরী করতে শয়তান যীশুকে এমন কথা বলে যীশুর পরীক্ষা শুরু করেছে, *"**তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও**''* (৩ক)। শয়তান তার এই কথার দ্বারা যে বিষয়টিকে নির্দেশ করতে চেয়েছে, তা হল, *"তোমাকে ঈশ্বর নিজের পুত্র বলে ঘোষনা করেছেন; কিন্তু সে কথা কি সত্য? কারণ ঈশ্বর যিনি এই বিশ্বভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা, তিনি যদি তোমার পিতা হন, তাহলে তোমার এখন কেন এমন পরিস্থিতি? ৪০ দিন ধরে তুমি অনাহারে আছ, কিন্তু তিনি তোমার শরীরের কথা চিন্তা করে কোনও ব্যবস্থাই করেননি। তিনি যদি সত্যি তোমার পিতা হতেন, তাহলে, তিনি কি তোমার আহারের ব্যবস্থা করতেন না? তুমি বাস্তবকে স্বীকার কর, দেখ, তুমি এখানে সম্পূর্ণ একা, তুমি পরিত্যক্ত, তুমি ক্লান্ত-শ্রান্ত!''* অর্থাৎ, এই কথার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

দ্বারা তাঁর প্রতি পিতা ঈশ্বরের উপস্থিতি ও সাহচর্য সম্বন্ধে শয়তান যীশুর মনে সন্দেহ তৈরী করতে চেয়েছে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি যখন এমন প্রতিকূল, যীশু কীভাবে ঈশ্বরের সেই কথায় বিশ্বাস করতে পারে? যীশু কি সত্যিই 'ঈশ্বরের পুত্র'? অর্থাৎ, এর দ্বারা শয়তান পিতার প্রতি যীশুর আস্থা বা নির্ভরতাকে আঘাত করতে চেয়েছে।

এইভাবে, পিতা ঈশ্বরের প্রতি যীশুর মনে অসন্তুষ্টি তৈরী করার চেষ্টায়, শয়তান যীশুকে অধৈর্য করতে চাইল। সেই প্রতিকূল পরিস্থিতির অবসান করতে শয়তান যীশুকে সহজ পথ দেখাল: ***তবে এই পাথরটিকে বল, যেন এটা রুটি হয়ে যায়''*** (৩খ)। এর দ্বারা শয়তান যে কথা যীশুকে বলতে চেয়েছে, তা হল, *"তুমি কেন এইভাবে তোমার প্রতি পিতার এই বঞ্চনাকে সহ্য করছ? তুমি যদি সত্যি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহলে পিতার উপর আস্থা রাখার পরিবর্তে, তুমি তো তোমার নিজের শক্তিকে ব্যবহার করে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে পার। তুমি তো ইচ্ছা করলে এই পাথরকে রুটি করতে পার, একবার চেষ্টা করে দেখ না, তা তুমি পার কি না?''* উপরে উপরে শয়তানের এই পরামর্শের মধ্যে ক্ষতির কিছু নেই বলে মনে হতে পারে। পরিবর্তে, যীশুর এই চরম পরিস্থিতিতে সে যথেষ্ট অনুকম্পা প্রদর্শন করেছে বলে বা সুপরামর্শ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে বলে মনে হতে পারে। একথা সত্য যে যীশু ক্ষুধার্ত, আবার একথাও সত্য যে তাঁর সেই ক্ষুধার সমাধানে পিতা ঈশ্বর তখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেননি, এমন পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের আগে শয়তান এসেছে যীশুকে সেই সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে। উপরে উপরে শয়তানকে উপকারী ব্যক্তি বলে মনে হয়।

কিন্তু শয়তান কি কখনও আমাদের প্রকৃত সাহায্য করে থাকে? যীশু নিজে এই শয়তানের হয়ে যে সমস্ত মানুষ কাজ করে থাকে, যাদের তিনি মিথ্যা-ভাববাদি বলেছেন, তাদের বিষয় এমন কথা বলেছেন, তারা ***"মেষের বেশে আমাদের কাছে আসে, কিন্তু অন্তরে তারা গ্রাসকারী কেন্দুয়া (নেকড়ে)''*** (মথি ৭:১৫)। আসলে, এর দ্বারা শয়তান যীশুর দ্বারা যে কাজ করাতে চেয়েছে, তা হল পিতা ঈশ্বরের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ: *"পিতা, তুমি যখন আমাকে সাহায্য করলে না, তখন আমি নিজে নিজেকে সাহায্য করব।''* আর যীশু যদি শয়তানের কথা শুনে সেই মতো কাজ করতেন, তাহলে, মশীহ হিসাবে যে দায়িত্বভার তিনি গ্রহণ করেছেন, তার শর্ত পালনে তিনি ব্যর্থ হতেন: মশীহ হিসাবে দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি, মশীহ হিসাবে পিতা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর আস্থা, এবং মশীহ হিসাবে তাঁর আত্মত্যাগ।

অন্যদিকে, পাথরকে রুটি করার মধ্যে যদিও কোনও পাপ নেই (পরে তিনি জলকে দ্রাক্ষারস করবেন, এবং পাথর থেকে অব্রাহামের সন্তানদের তৈরী করতে ঈশ্বরের ক্ষমতার কথা বলবেন), কিন্তু সেই কাজ করার পেছনে যে কারণ, তার মধ্যে পাপ ছিল। কারণ যীশু যদি শয়তানের কথা শুনে সত্যি সত্যি পাথরকে রুটি করতেন (যা তিনি অবশ্যই করতে পারতেন), তাহলে তার দ্বারা তিনি তাঁর প্রতি পিতা ঈশ্বরের চিন্তা ও ভালোবাসাকে অস্বীকার করতেন। তার দ্বারা তিনি শয়তানের সেই মিথ্যাকেই স্বীকার করতেন যে, আমার এই সমস্যার প্রতি পিতা ঈশ্বরের কোনও চিন্তা নেই, (যদিও যীশু পরে নিজে বলেছেন, ***"তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তো জানেন, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে''*** মথি ৬:৩২) তাই আমাকেই আমার সমস্যার সমাধান করতে হবে। শয়তান তাই চেয়েছে, যীশু যেন এই সমস্যার সমাধানে শর্টকাট পদ্ধতিকে বেছে নেন। ঈশ্বরের বাক্য তথা তাঁর শৃঙ্খলাকে অস্বীকার করে সামান্য আরাম বা স্বস্তির আশায় শর্টকাট পদ্ধতিকে বেছে নেবার চেষ্টা।

সেদিন শয়তান যেমন যীশুকে শর্টকাট পদ্ধতিকে বেছে নিতে প্রলুব্ধ করেছিল, সে আজ খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদেরও সেই একই পদ্ধতিতে (শর্টকাট পদ্ধতিতে) সমস্যার সমাধান করতে প্রবৃত্তি দিয়ে থাকে। সে আমাদের এমন কথা বলে থাকে, উদ্দেশ্য চরিতার্থ করাই যখন লক্ষ্য, তখন তা পূর্ণ করতে যে কোনও পথেরই অবলম্বণ করা যায়। উদাহরণ, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুল-কলেজে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, যার উদ্দেশ্য হল, তারা কী শিখেছে, তার মূল্যায়ন। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াকেই লক্ষ্য করার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা অসদ উপায়কে ব্যবহার করতেও দ্বিধা করে না। এখন অসদ উপায় ব্যবহার করলে কি পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য (তারা কতটা শিখেছে, তার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মূল্যায়ন) পূর্ণ করা যায়? কিন্তু শয়তান ভালো করেই জানে যে, পাপী আমরা সর্বদা কষ্টকে এড়িয়ে চলতে চাই, আর তাই সে সর্বদা আমাদেরকে শর্টকাট পদ্ধতির লোভ দেখিয়ে থাকে। পরীক্ষার জন্য কষ্ট করে পড়াশুনা করার কী দরকার, যখন অসদ উপায়ে সহজেই লক্ষ্য পূরণ করা যায়? কষ্ট করে বই পড়ে সারাংশ লেখার কী দরকার, যখন অন্যের লেখা কপি করলেই হয়? কষ্ট করে লাইন দেবার কী দরকার, যখন একটু বেশি টাকা দিলেই তা সহজেই হাতে পাওয়া যায়? সত্য কথা বলে ঝামেলা পোহানোর কী দরকার, যখন একটু মিথ্যা কথা বললে বা মুখ বন্ধ করে থাকলে, সেই ঝামেলা সহজেই এড়ানো সম্ভব?

অন্যদিকে, শয়তান চেয়েছে, যীশু যেন মশীহ হিসাবে তাঁর শক্তিকে ভুল উদ্দেশ্যে ও ভুল সময়ে ব্যবহার করে– ঈশ্বর যে উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পরিবর্তে, মশীহ হিসাবে তাঁর শক্তিকে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করতে ব্যবহার করা। পরবর্তী সময়ে আমরা যীশুকে দেখেছি, মশীহ হিসাবে তাঁর শক্তিকে ব্যবহার করে, তিনি কেবল ৫টি রুটি ও ২টি মাছ নিয়ে ৫,০০০ লোককে খাইয়েছেন। কিন্তু তিনি তা নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করতে নয়, কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করতে ব্যবহার করেছেন। আজ প্রভুর সন্তান হিসাবে আমরা যখন বিভিন্ন পবিত্র আত্মার দান বা তালন্তের অধিকারী, তখন সেই দান ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার কাজে ব্যবহার করতে আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

আসুন, আমরা যীশুর পরীক্ষা থেকে, তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিই– তিনি কীভাবে সেই পরীক্ষার মোকাবিলা করেছিলেন। যীশু কিন্তু শয়তানের পরীক্ষায় পা দেননি, তিনি তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ না করায় পিতা ঈশ্বরের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেননি, কিংবা মশীহ হিসাবে একমাত্র তিনি যে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তিনি তা নিজের প্রয়োজনে ব্যহারও করেননি। পরিবর্তে, তাঁর জন্য পিতার চিন্তার প্রতি যীশু পূর্ণ আস্থা প্রদর্শন করেছেন। তাই তিনি শয়তানকে এমন কথা বলেছেন, *"লেখা আছে, 'মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না'"* (৪ পদ)। যীশু ভালো করেই জানেন যে, পবিত্র আত্মার পরিচালনায় তিনি প্রান্তরে এসেছেন, এবং সেখানে এই ৪০ দিন তিনি তাঁর পরিচালনায় অতিবাহিত করেছেন। তিনি আরও জানেন যে, সেই পিতার অনুমতি ক্রমেই তিনি এই ৪০ দিন অনাহারে কাটিয়েছেন এবং এখন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রতি পিতার চিন্তা বা ভালোবাসা সম্বন্ধে যীশু বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেননি, তিনি জানেন যে, উপযুক্ত সময়ে পিতা তাঁর ক্ষুধা পূর্ণ করবেন। আর তাই, পিতার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করে কোনও শর্টকাট পদ্ধতি বেছে নেবার কোনও প্রয়োজন তাঁর নেই – যে আত্মার পরিচালনায় তিনি এই প্রান্তরে এসেছেন, সেই আত্মা যতক্ষণ না তাঁকে পরিচালনা দিচ্ছেন, ততক্ষণ সেই প্রান্তর ত্যাগ করার যেমন কোনও প্রয়োজন নেই; ঠিক তেমনই পিতা যে তাঁকে এইভাবে প্রান্তরে মৃত্যুর জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেননি জেনে, ক্ষুধার কষ্টে জ্ঞান হারিয়ে অজ্ঞানের ন্যায় আচরণ তিনি করতে পারেন না। (আমরা জানি, ক্ষুধার কষ্টে জ্ঞান হারিয়ে এষৌ যাকোবের কাছে তার জ্যেষ্ঠত্বের অধিকার বিক্রি করেছিল, আদি ২৫:২৭-৩৪)। আবার, পাথরকে রুটি করার ন্যায় কাজের দ্বারা নিজের প্রয়োজনে যীশু মশীহ হিসাবে তাঁর শক্তিকেও ব্যবহার করেননি, কারণ তা যদি তিনি করতেন, তাহলে তার দ্বারা তিনি পিতার প্রতি অবাধ্যতা বা পিতার প্রতি আস্থার অভাব প্রদর্শন করতেন। পরিবর্তে, তিনি ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না পিতা সেই ক্ষুধা পূর্ণ করার পথ প্রদর্শন করেছেন (মথি ৪:১১ পদে আমরা দেখি যে, পরীক্ষা শেষে দূতরা এসে যীশুর সেবা করেছিল)।

এখন, এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা যদিও যীশু শয়তানের কাছে সে দিন উপস্থিত করেননি, কিন্তু তিনি সেই সময় শাস্ত্র থেকে যে অংশ উদ্ধৃত করেছেন, তার দ্বারা এই সমস্ত কথাই তিনি শয়তানে বলেছেন। প্রথম পরীক্ষার উত্তরে যীশু শয়তানকে যে কথা বলেছেন, তিনি তা ২বিবরণ ৮:২-৩ পদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে এই কথা বলা হয়েছে: *"আর তুমি সেই সমস্ত পথ স্মরণে রাখবে, যে পথে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে এই ৪০ বৎসর প্রান্তরে যাত্রা করিয়েছেন, যেন তোমার পরীক্ষা করার জন্য, অর্থাৎ তুমি তাঁর আজ্ঞা পালন করবে কি না, এই বিষয়ে তোমার মনে কী আছে জানবার জন্য*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তোমাকে নত করেন। তিনি তোমাকে নত করলেন, ও তোমাকে ক্ষুধিত করে তোমার অজ্ঞাত মান্না দিয়ে প্রতিপালন করলেন; যেন তিনি তোমাকে জানাতে পারেন যে, মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু সদাপ্রভুর মুখ থেকে যা যা নির্গত হয়, তাতেই মানুষ বাঁচে।'' দ্বিতীয় প্রজন্মের কাছে মোশি প্রান্তরের ৪০ বৎসরের ঘটনাকে এখানে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে, তাদের ও তাদের পূর্বপুরুষদের অজ্ঞাত মান্না দিয়ে তিনি যেভাবে তাদের প্রতিপালন করেছেন, তার দ্বারা তিনি তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু সদাপ্রভুর বাক্যে, তথা তাঁর বাক্যের প্রতিজ্ঞায় আস্থা রেখে বাঁচে। এই কথার দ্বারা যীশু শয়তানকে বলতে চেয়েছেন, *"পিতা ঈশ্বরের কথায় সন্দেহ করার কোনও প্রয়োজন আমার নেই, তিনি যেমন আমায় বলেছেন, আমি তাঁর প্রিয় পুত্র, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আমি আরও জানি যে, তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রের প্রতি যথেষ্ট চিন্তা ও ভালোবাসার অধিকারী। আর তাই আমার ক্ষুধার সমস্যার সমাধান তিনিই করতে চলেছেন। আমি কোনও শর্টকাট পদ্ধতি অবলম্বণ করে এই সমস্যার সমাধান করব না।''*

এর দ্বারা যীশু স্পষ্ট ভাষায় শয়তানের কাছে যে সত্য তুলে ধরলেন, তা হল, শয়তান তার মিথ্যা দ্বারা যদিও প্রথম আদমকে এবং ইস্রায়েলকে পাপে পতিত করেছিল (আদম ও হবা শর্টকাট পদ্ধতিতে ঈশ্বর হবার ইচ্ছায় ফল ভক্ষন করেছিল, আদি ৩ অধ্যায়; ইস্রায়েলও খাদ্যাভাবের জন্য মোশি ও হারোণের বিরুদ্ধে, তথা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বচসা করেছিল, যাত্রা ১৬:২-৩), কিন্তু দ্বিতীয় আদম, তথা প্রকৃত ইস্রায়েল হিসাবে যীশু কিন্তু শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হবেন না। পিতা ঈশ্বরের যে ইচ্ছা পূর্ণ করতে যীশু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি তা শেষ পর্যন্ত পালন করবেন। তাঁকে সেই লক্ষ্য থেকে কিছুই বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। তিনি জানেন, *"তাঁর খাদ্য হল, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন, যেন তাঁর ইচ্ছা তিনি পালন করেন ও তাঁর কাজ সাধন করেন''* (যোহন ৪:৩৪)। তাই তিনি আমাদের বলেছেন, *"প্রথমে তাঁর রাজ্য ও ধার্মিকতার বিষয় চেষ্টা কর, তা হলে, ঐ সকল দ্রব্যও (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান) তোমাদের দেওয়া হবে''* (মথি ৬:৩৩)। তাই, যীশু শয়তানকে বললেন, *মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না*।

যীশুর এই কথার অর্থ এই নয় যে, আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন নেই; কিংবা এ-ও নয় যে, শরীরের জন্য খাদ্য এবং আত্মার জন্য ঈশ্বরের বাক্যের প্রয়োজন। কিন্তু যীশু যে কথা বলতে চেয়েছেন, তা হল, শরীর হোক বা আত্মা হোক, উভয়ই কেবল খাদ্য দ্বারা টিকে থাকে না, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য, তথা তাঁর প্রতিজ্ঞায় আস্থার দ্বারা প্রকৃত অর্থে বেঁচে থাকে। মানুষের জীবনের সমস্ত বিষয় ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে: একমাত্র তিনিই পারেন তার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করতে এবং তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া জাগতিক সম্পত্তির প্রাচূর্যের কোনও মূল্য নেই। তাঁর বাক্যে যখন আমরা আস্থা রাখি, তখন মান্নার ন্যায় আমাদের অজ্ঞাত পথে তিনি আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেন। তাই আমাদের যে বিষয়টি প্রয়োজন, তা হল, আমাদের প্রয়োজন থেকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে, সেই প্রয়োজনের প্রকৃত পূর্ণকারী ঈশ্বরের প্রতি যেন আমরা আমাদের দৃষ্টি দিই।

যীশু শয়তানের এই পরীক্ষার মোকাবিলা করতে মশীহ হিসাবে তিনি একা যে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তাকে ব্যবহার করেননি, কিন্তু খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা প্রত্যেকে যে সকল বিষয়ের অধিকারী, তাদের ব্যবহার করেছেন। আর তা হল, ঈশ্বরে বিশ্বাস, পবিত্র আত্মার পরিচালনা এবং ঈশ্বরের বাক্যের সঠিক প্রয়োগ। আসুন, যীশুকে অনুসরণ করে আমরাও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় আস্থা রাখি, তার সঠিক প্রয়োগ করি। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সেই বাক্যের সঠিক উপলব্ধি, তা না-হলে, আমরা ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলব, অপব্যবহার করব। আসুন, তাঁর বাক্য পাঠ করি, অধ্যয়ন করি, শ্রবণ করি, মুখস্থ করি ও আমাদের জীবনে প্রয়োগ করি। মনে রাখব, শয়তানের আক্রমণকে প্রতিহত করতে ঈশ্বরের বাক্যই বিশ্বাসীর একমাত্র অস্ত্র (ইফিষীয় ৬:১৭)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com